সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

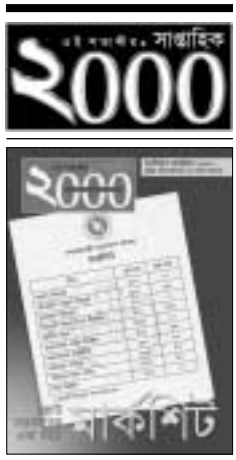

সম্পাদকীয়

আরো উন্নত জীবনের আশায় দেশের জনগণ জোট সরকারকে গত সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। নির্বাচনে জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জোটের প্রধান শরিক দল বিএনপিই শুধু ১৯১টি আসন লাভ করে। জোট ইতিমধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর অবিবাহিত করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র এ দেশটির জন্য একটি বছর বেশ সময়। দেশের ভুক্তভোগী জনগণ এখন তাদের ভোটের বিনিময়ে প্রাপ্তির হিসাব কষছে। আসলে তারা কি পেয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০ জরিপের মাধ্যমে জোট সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতার বিভিন্ন দিকের চিত্র তুলে ধরেছে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে দেশে সন্ত্রাস হয়েছে। আওয়ামী লীগের কতিপয় আঞ্চলিক নেতা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। আওয়ামী লীগ ভিআইপি এ সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছিল। নির্বাচনে জোট সন্ত্রাসকেই এ কারণে এক নম্বর ইস্যু করে নিয়েছিল। জোটনেত্রী নির্বাচনের আগে বার বার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় গেলে প্রথমেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ক্ষমতায় গিয়ে জোট ভিআইপি সন্ত্রাস বন্ধ করলেও সাধারণ সন্ত্রাসীরা এখন লাগামহীন। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ও বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে শুধু গত আগস্ট মাসেই প্রতিদিন একজন লোক রাজনৈতিক কারণে মারা যাচ্ছে। এ মাসে ১ হাজার ৮৯ জন আহত হয়েছে। গড়ে দিনে আটজনেরও বেশি মোট ২৬২ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে দিনে চারজন। এই পরিসংখ্যানটি সত্যিই উদ্বেগজনক। জনগণ এখন মনে করে জোট সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে দুর্নীতি হয়েছে। ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় এ দুর্নীতি প্রকাশ পায়নি। শুধু তখন গুঞ্জনই শোনা যেত। জোট সরকারের এক বছরে দুর্নীতির অভিযোগে ডেনমার্ক সরকার সাহায্য প্রত্যাহার করেছে। গম ক্রয়ের দুর্নীতিতে সরকার জড়িয়ে পড়েছে। উঠেছে জোট নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এ বছর দুর্নীতিতে এ দেশকে এক নম্বর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। দুর্নীতি দমনে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নির্বাচনের আগে দেয়া স্বাধীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠনে অঙ্গীকার সরকার দৃশ্যত ভুলেই গেছে। তবে দলীয়করণ আর বিরোধী দলের ওপর নির্যাতনে এ সরকার অতীতের রেকর্ড ভেঙেছে। নির্বাচনের আগের অঙ্গীকার ভুলে তারা এখন দলীয় ক্যাডার বাহিনী ও পুলিশ দিয়েই বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখতে সদা ব্যস্ত। জোট সরকার ব্যর্থ হয়েছে নাগরিক সমস্যা সমাধানে। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। এক কেজি সয়াবিন তেলের দাম গত এক বছরে ১৬ টাকা বেড়েছে। চালের দাম বেড়েছে ৩-৪ টাকা। অথচ বিগত আওয়ামী লীগ আমলে দ্রব্যমূল্য ছিল স্থিতিশীল। জনগণ এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে জোট সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে দলের ক্যাডারদের ফুটপাত ও দোকানে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে। দেশের অর্থনীতির প্রতিটি সূচক এখন নিম্নগামী। তবে এরই মাঝে রিজার্ভ বাড়ছে। হতাশার মাঝেও এটা আশার বাণী। তবে জোট সরকারের বড় সফলতা পরিবেশ উন্নয়ন। পলিথিন ব্যাগ ও স্কুটার বন্ধ সত্যিই যুগান্তকারী ঘটনা। হাজার ব্যর্থতায় এ সফলতাও আজ মলিন হতে চলছে। জনগণ অনেক আশা করে জোটকে ভোট দিয়েছে। জোট সরকারের উচিত, এই জনগণের কথা সত্যিকার অর্থে ভাবা। তা না হলে তাদের অতীতের পরিণতিই বরণ করতে হবে।